দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 AUG 1995 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

16

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের অভিযোগ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ।। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সংগঠন এবং সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী 'টেকনিক্যাল ক্যাডারে প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে না' পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি) চেয়ারম্যানের এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছে। গত ৪ঠা আগষ্ট এক বিবৃতিতে ছাত্র সংগঠনগুলি জানায়, গত ১৫ শ' বিসিএস-এ কৃষি ক্যাডারে ৪৮টি পদ হইতে কমাইয়া ১৫টি পদের কথা ঘোষণা

(৪র্থ পৃঃ পর)

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

(৩য় পৃঃ পর)

করা হয়। অথচ পরীক্ষা দিয়াছিল ১৪ শত কৃষিবিদ। প্রশাসন ক্যাডার হইতে টেকনোক্রাটদের বাদ দেওয়ার জন্যে পিএসসি নীলনক্সা তৈরী করিতেছে বলিয়া বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

কৃষিবিদ ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা জানায়, প্রতি বিসিএস-এ, কৃষিবিদরা প্রশাসন ক্যাডারে খুব ভাল করিতেছে বলিয়া পিএসসি কৃষিবিদদের সহিত বৈষম্যমূলক ও বিমাতাসুলভ আচরণ করিতেছে। কৃষিবিদরা বিসিএস প্রিলিমিনারী টেষ্টে শতকরা ১০০ ভাগ এবং লিখিত পরীক্ষায় শতকরা ৯৫ ভাগ চান্স পায়। কিন্তু মৌখিক পরীক্ষায় প্রশাসন ক্যাডারের কৃষিবিদ প্রার্থীদের সহিত বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়।

তাহারা আরও জানায়, দেশে কৃষি সেক্টরে সহস্রাধিক কৃষিপদ খালি থাকা সত্ত্বেও ১৭তম বিসিএস-এ মাত্র ২টি পদ দেওয়া হয়। অথচ শিক্ষা ক্যাডারে বিশেষ বিসিএস-সহ সাধারণ বিসিএস-এ প্রচুর লোক নেওয়া হইতেছে। কৃষিবিদরা অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত জানায়, আমাদের কৃষি ক্যাডারেও নেওয়া হয় না, প্রশাসন ক্যাডারেও অংশগ্রহণ বন্ধের পায়তারা চলিতেছে, তাহা হইলে আমরা যাইব কোথায়" ?

এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়া গত তিন বছর যাবত কৃষি ভার্সিটির ৬টি অনুষদের মধ্যে ৫টি অনুষদই দাবী আদায়ের লক্ষ্যের আন্দোলন, ক্লাস বর্জন, ছাত্র ধর্মঘট, হরতাল, সভা-সমাবেশ করিতেছে। বর্তমানে ৯টি হল সংসদের নেতবৃন্দ ও কৃষিভার্সিটি হইতে পিএসসি'র স্থায়ী প্রতিনিধি নিয়োগসহ বিসিএস সংক্রান্ত দাবী-দাওয়া লইয়া আন্দোলন করিতেছে।